মেহেরপুরে সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের মিছিল

বাঙালির মহান স্বাধীনতাকে কটাক্ষ, একাত্তরের ঘৃণিত গণহত্যাকারী রাজাকারদের প্রতি সাফাই এবং আন্দোলনের নামে অস্থিতিশীলতা তৈরীর প্রতিবাদে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৭ জুলাই ) বিকেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। পরে যেখানে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ, জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি আবু মোর্শেদ শোভন সরকার, সদর উপজেলার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জুলকার নাইম বাইজিদ, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রাশেদ আলী, সাধারণ সম্পাদক পিন্টু মিয়া, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি এস এম আল রাতুল, নাসিম আহমেদ রাব্বি, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক,পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবির হাসান প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে নবাগত অধ্যক্ষের যোগদান

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের উদ্যোগে নবাগত অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর জেএম আব্দুর রকীবের যোগদান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে সরকারি কলেজের মিলনায়তনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল মোনায়েম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদ্য যোগদান কারী অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর জে এম আব্দুর রকীব। এ সময় তিনি বলেন, আমাকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দিলে আমি ও আমার স্ত্রী যোগদান করব কিনা দ্বিধাদন্দে ছিলাম। পরে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে আমার সহকর্মী বৃন্দ যোগদান করতে উৎসাহ দেন। কেউ কেউ বলেছে এই এলাকা খুব একটা ভাল না। তারপরও আমার সহকর্মীদের কথায় আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজে যোগদান করতে এসে, আপনাদের আতিথেয়তায় আমি ও আমার সহকর্মিরা মুগ্ধ হয়েছি। আমি কথা দিলাম আপনাদের সহায়তায় কলেজকে একটি মডেল কলেজে পরিনত করব। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিল্ডিং এর জন্য চেষ্টা করব। কলেজে লেখাপড়ার মান ফিরিয়ে আনতে সর্বচ্য চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তবে এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগীতা বিশেষ প্রয়োজন। মনে রাখবেন শুধু অধ্যক্ষের রুম ও শিক্ষকদের রুম সাজিয়ে রাখলেই কলেজের উন্নতি হবে না। সব জায়গা সাজাতে হবে। এরপর আমি আপনাদের সাথে পুনঃরায় বৈঠক করব। শিক্ষার্থীদের সাথেও মতবিনিময় করব, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল মালেক, সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ শফিউজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক মহিতুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক ডক্টর মাহবুব আলমের উপস্থাপানায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক খন্দকার ইকবাল হাসান, তাপস রশিদ, সিনিয়র প্রভাষক শরীয়ত উল্লাহ, প্রভাষক আমিরুল ইসলাম জয়।

আলোচনা সভার পূর্বে নবাগত অধ্যক্ষ দুপুর ১ টায় কলেজে যোগদান শেষে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল মোনয়েম এর কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে নবাগত অধ্যক্ষকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান শিক্ষক পরিষদের সদস্যবৃন্দ। এর আগে নবাগত অধ্যক্ষ ড. আব্দুর রকিব কলেজে অধ্যক্ষের রুমে বসলে কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য বৃন্দ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুরে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের ৩ দিনের সর্বাত্মক কর্মবিতরতি শুরু

আন্তঃক্যাডার বৈষম্য নিরসন, সুপার নিউমারারি পদে পদোন্নতি, অধ্যাপক পদ তৃতীয় গ্রেডে উন্নীতকরন, অর্জিত ছটি প্রদান, ক্যাডার কম্পোজিশনের সুরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদরাসা অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধি বাতিল, শিক্ষা ক্যাডার তফসিলভুক্ত পদ থেকে শিক্ষা ক্যাডার বহির্ভূতদের প্রত্যাহার ও প্রয়োজনীয় পদসৃজন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের সকল ন্যায্য দাবি আদায়ে ৩ দিনের সর্বাত্মক কর্মবিতরতি শুরু করেছে মেহেরপুর বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি।

গতকাল মঙ্গলবার শুরু হওয়া এ কর্মবিরতি তিন দিন চলবে। কর্মসূচির প্রথম দিন মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষকরা ক্লাশসহ সকল ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম বাদ দিয়ে শিক্ষক মিলনায়তনে অবস্থান নেয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি আবদুল্লাহ আল অমিন সহ শিক্ষক নেতারা বলেন, বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে সরকার তাদের দাবিগুলো মেনে নেবে বলে তারা আশা করছেন। এরপরও দাবি আদায় না হলে কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে আগামীতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে। আর এই কর্মবিরতি শুধুমাত্র মেহেরপুর জেলার চারটি সরকারি কলেজে পালন করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য এর আগে গত ২৬ সেপ্টেম্বর জেলা প্রেসক্লাব মেহেরপুরে সকাল এগারোটায় জেলা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংবাদ সম্মেলন করে তাদের দাবি ও পরবর্তী কর্মসূচী জানান।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকরা জানিয়েছিলেন এরপর গত ২ অক্টোবর সারা দেশে এক দিনের কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। এই কর্ম বিরতি শুধুমাত্র সরকারি কলেজগুলোতে পালন করা হবে। মেহেরপুর জেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, গাংনী সরকারি

ডিগ্রী কলেজ ও মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রী কলেজে এই কর্মবিরতি পালনের আওতায় আসবে। এরপরও দাবি পূরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর টানা তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

দর্শনা সরকারি কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে এমপি টগর

দর্শনা সরকারি কলেজ নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি নবীনদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি এই কলেজের ছাত্র ছিলাম। ভালো ছাত্র হওয়ার আগে, ভালো মানুষ হতে হবে। তোমরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার দীক্ষা দর্শনা সরকারি কলেজ থেকেই নেবে। ভালো মানুষ হতে হলে পড়াশুনা করতে হবে। তোমরাই ভবিষ্যতের বাংলাদেশ। তাই তোমাদের সুপথে চলতে হবে আলোকিত মানুষ হতে হবে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবীর প্রেক্ষিতে প্রধান অতিথি বলেন, কলেজে অচিরেই একটি আধুনিক মানের ছাত্র ছাত্রী জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হবে এবং মাষ্টার যাতে এই কলেজে থেকে পরীক্ষা দিতে পারে তা চালু করার জন্য যা যা করার আমি আপনাদের সহযোগিতা করবো। শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন পর্যায়ক্রমে তা অবশ্যই করা হবে।

দর্শনা সরকারি কলেজে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে নবাগত শিক্ষার্থীদের বরণ করতে কলেজ প্রাঙ্গনে উৎসবমুখর পরিবেশে দর্শনা কলেজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসার রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধার রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও দর্শনা

নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, জীবননগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল সালাম ইশা,দর্শনা কলেজ ছাত্র লীগের সভাপতি পারভেজ, সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জেল হোসেন তপু, সাংগঠনিক সম্পাদক আলী আবরার অপুপ্রমুখ। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মচারীসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জামসেদ আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্টানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও পবিত্র গীতা পাঠ করেন কলেজের ছাত্র ছাত্রী। এরপর প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মধ্যে দিয়ে মনোমুগ্ধকর গানের মাধ্যমে শেষ হয় অনুষ্টানটি।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদ গঠন

মেহেরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের (স্টাফ কাউন্সিলের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান আবদুল্লাহ আল আমিন-কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মিলন মন্ডলকে সহ-সম্পাদক এবং রসায়ন বিভাগের প্রভাষক নাহিদ রেজা কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক পরিষদের সভাপতি প্রফেসর মো.শফিউল ইসলাম সরদার নতুন ও বিদায়ী কার্যনির্বাহী কমিটিসহ উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে পিঠা উৎসব

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে কলেজ প্রাঙ্গণে পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি।

এসময় ফরহাদ হোসেন বলেন, পিঠা উৎসব অনুষ্ঠান এই কলেজের সুন্দরতম একটি অনুষ্ঠান। যে কলেজে দাড়িয়ে কথা বলছি। মুক্তিযুদ্ধে এই কলেজের অবদান অপরিসীম। এ কলেজ থেকে শিক্ষা অর্জন করে শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জীবনে প্রবেশ করেছে। এই কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা জীবন পার করতে পারে তার জন্য একটি সুন্দর ক্যাফেটরিয়া ও ছাত্র হোস্টেল নির্মাণের চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে মেহেরপুরে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পাস হয়েছে। আমরা এখন একজন ভিসি নিয়োগ দেব। ভিসি নিয়োগ দেওয়ার এর কার্যক্রম শুরু হবে। এখানে আধুনিক বিষয়গুলি লেখাপড়া করানো হবে। যে বিষয়গুলোর চাহিদা সারাবিশ্বে আছে।

পিঠা উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার রাফিউল ইসলাম, কলেজের উপাধাক্ষ্য আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী।

স্বাগত বক্তব্য দেন পিঠা উৎসব আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল ধুমকেতু।
পিঠা উৎসবে ২২টি স্টলে হরেক রকমের পিঠা প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ. করা হয়েছে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র কমিটির অনুমোদন

মেহেরপুর সরকারি কলেজে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র কালচারাল সেন্টারের কমিটি ঘোষণা করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজে ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ শফিউল ইসলাম সরদার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান আব্দুল্লা আল-আমিন ধুমকেতু, অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হাবিবুর রহমান, প্রভাষক বশির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র কালচারাল সেন্টারের সভাপতি হিসেবে ফারহানা কানিজ তথাপি, সহ-সভাপতি হিসেবে হাবিবা খাতুন, সহ-সভাপতি হিসেবে লিমা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সম্রাট জাহাঙ্গীর, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মোঃ আনিক হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রিদিওয়ানুল হক মুজাহিদ, নাট্যকলা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে হাদিউজ্জামান হিপু, নৃত্যকলা ও সংগীত বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মাকছুরাতুম লাজ, শিক্ষাও পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে ফারজানা ইয়াসমিন জুঁই, সাহিত্য ও আবৃতি বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মাইশা ফারজানা ঐশী, দপ্তর সম্পাদক হিসেবে মিমি আফসানা, অর্থ সম্পাদক হিসেবে মোঃ ফারুক, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ সান, নির্বাহী সদস্য হিসেবে সাজিদুল ইসলাম, সাকিব আল হাসান, মোহাম্মদ টনি আলী, নাফিয়া ইসলাম, ইকরামুল হক প্রমুখ।

এর পর মেহেরপুর সরকারি কলেজ শহীদ মিনারে নবগঠিত কমিটির সদস্যদের নিয়ে পুষ্প অর্পণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে পিঠা উৎসব ও বর্ণাঢ্য র্যালি

এসো মিলি প্রাণে প্রাণে পিঠাপুলি পার্বণে এই প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারো পিঠা উৎসব ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পিঠা উৎসব উৎযাপন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ হতে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়।

বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ এর সভাপতিত্বে র্যালিতে ও পিঠা উৎসব উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,পিঠা বাংলাদেশের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের অন্যতম এক ধারক ও বাহক। আদিকাল থেকেই অঞ্চল ও ঋতু ভেদে নানা রকম পিঠা তৈরি হয়ে আসছে। তবে নগরায়ণের প্রভাবে পিঠা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে। নগর সংস্কৃতির প্রভাবে হারিয়ে যাওয়া পিঠা নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত ধরে রাখতে হবে।

এইদিন পিঠা উৎসব উদ্বোধনের পর স্টলগুলোতে ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা যায়। সবগুলো স্টলের সামনে পিঠাপ্রেমীদের উপস্থিতিতে পা ফেলার জায়গা পাওয়া যায় না। তবে ক্রেতাদের অভিযোগ পিঠাগুলোর মান আর আগের মতো নেই। একসঙ্গে সব পিঠার দাম বৃদ্ধির অভিযোগ তোলেন তারা। তবে দোকানিদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানায়, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবার তৈল, আটা, ময়দা, গুড়, চিনি, সুজি সব পন্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কারণে তাদের একটু বেশিদামে পিঠা বিক্রি করতে হচ্ছে। তবে, আকাশ্চুম্বী দাম নিচ্ছেন না বলে জানান তারা।

দোকানগুলোর দিকে তাকাতেই জিভে জল আসে হরেক রকম ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পাটিসাপটা, ঝাল পিঠা, মালপোয়া, মালাই পিঠা, মুঠি পিঠা, আন্দশা, কুলশি, কাটা পিঠা, কলা পিঠা, খেজুরের পিঠা, ক্ষীর কুলি, গোকুল পিঠা, গোলাপ ফুল পিঠা, লবঙ্গ লতিকা, রসফুল পিঠা, সুন্দরী

পাকান, সরভাজা, পুলি পিঠা, পাতা পিঠা, পাকান পিঠা, নারকেলের সেদ্ধ পুলি, নারকেল জিলাপি, তেজপাতা পিঠা, তেলের পিঠা, তেলপোয়া পিঠা, চাঁদ পাকান পিঠা, ছিট পিঠা, পানতোয়া, জামদানি পিঠা, হাঁড়ি পিঠা, ঝালপোয়া পিঠা, ঝুরি পিঠা, ছাঁচ পিঠা, ছিটকা পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ চিতই, বিবিখানা, চুটকি পিঠা, চাপড়ি পিঠা, ঝিনুক পিঠা, সূর্যমুখী পিঠা, ফুল পিঠা, সেমাই পিঠা, নকশি পিঠা, নারকেল পিঠা, নারকেলের ভাজা পুলি, দুধরাজ, ফুলঝুরি পিঠাসহ বাহারি নকশাসহ প্রায় দুই শতাধিক পিঠা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি আবু সাইফ,সহযোগী অধ্যাপক মারুফা ইয়াছমিন, সহযোগী অধ্যাপক আজাদ জামান, সহকারী অধ্যাপক আজিম হোসেন সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও ছাএ-ছাএীবৃন্দ।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরদের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

মেহেরপুর সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণির নবাগত শিক্ষার্থীরদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সরকারি কলেজ মিলনায়তনে এ ওরিয়েন্টেশন ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কমিটির আহবায়ক সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার।

প্রধান অতিথির বক্তবে অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাস,লেখাপড়া ও শিক্ষক ও গুরুজনদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের আহবান জানান।

এ ছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা: আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহা: কাবিল উদ্দিন, রাস্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুন ধুমকেতু।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী চুয়াডাঙ্গা জেলার সবথেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে বুধবার সকাল সাড়ে দশটার সময় শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ প্রঙ্গন। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে মোট ১৬টি বিভাগ রয়েছে। সকাল হতে নতুন রুপে সাজতে শুরু চুয়াডাঙ্গা কলেজের প্রতিটি বিভাগ।

নবীনরা উৎফুল্ল চিত্তে প্রথম ক্লাসের উদ্দেশ্যে আসে। সবার মাঝে নব ক্যাম্পাসের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে আসতেই বিশাল সুদর্শন গেইট দেখে কয়েকবার চোখ না বুলিয়ে ও ছবি তুলতে ব্যস্ত সবাই। প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিপাটিরূপে ও কলেজে নির্ধারণ ইউনিফর্ম তো ছিল।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির নবীন শিক্ষার্থী মোছাঃ সাদিয়া খাতুন বলেন, একাদশ শ্রেণির ওয়ারেন্টেশন ক্লাসে এসে আমার খুবই ভাল লাগছে। যা সারাজীবন মনে থাকার মতো। তাছাড়া শিক্ষকদের আন্তরিকতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্য চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রশিদ বলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সবথেকে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চুয়াডাঙ্গা

সরকারি কলেজের সুনাম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আমি আশা করি তোমরাও চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের এ সুনাম ধরে রাখবে।

তাছাড়া ওরিয়েন্টেশনে আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর রেজাউল করিম, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. আব্দুল আজিজ, সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল হাসান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান মতিয়ার রহমান, অর্থনীতি বিভাগীয় প্রধান আব্দুল ওয়াদুদ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান আবুল কালাম, সহযোগী অধ্যাপক আবু বক্কর, দেলোয়ার রহমান,মারুফা ইয়াছমিন, আজিম হোসেন সহ শিক্ষক পরিষদের শিক্ষক বৃন্দ।